

কালের কণ্ঠ

শিক্ষকের প্রতিশোধ! সব বিষয়ে 'এ প্লাস' ফেল ব্যবহারিকে

নড়াইল প্রতিনিধি >

সব বিষয়ে 'এ প্লাস' পেলেও শুধু পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষায় কম নম্বর দিয়ে এক মেধাবী ছাত্রীকে এন্সএসসি পরীক্ষায় ফের করানোর অভিযোগ উঠেছে নড়াইল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অথচ ওই ছাত্রী পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেটপুলে বৃত্তি পেয়েছিল। সে বিদ্যালয়ে যষ্ঠ থেকে-দশম-প্রতিটি শ্রেণিতে প্রথম বা দ্বিতীয় মেধাক্রমে ছিল। এমনকি এসএসসির নির্বাচনী পরীক্ষায়ও সে গোল্ডেন 'এ প্লাস' পেয়েছিল।

পরিবারের অভিযোগ, তিন বছর আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফসিয়র রহমানের বিরুদ্ধে উত্তোলন করার অভিযোগ এনেছিল ওই ছাত্রী। পরে অভিযোগ প্রমাণিত হলে শিক্ষা প্রশাসন তাঁকে অন্তর্গত বদলি করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে শিক্ষক ফসিয়র রহমান আবারও নড়াইল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসেন এবং অতীতের ফোড থেকে চলতি 'এন্সএসসি' পরীক্ষায় ছাত্রীটিকে ফেল করতে সক্ষম হন।

ফসিয়র পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি লিখিত আকারে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসক ও শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে। অভিযোগটি প্রেসক্রাবেও পাঠানো হয়।

বিদ্যালয় ও পারিবারিক সূত্র জানায়, ফারিয়া ইসলাম নামের ওই শিক্ষার্থী চলতি বছর নড়াইল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এন্সএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। তার এন্সএসসি ক্রমিক নম্বর ১১২৪২৮ এবং নিবন্ধন নম্বর ১২৯৩৬৫৪৪৮০। নড়াইল শহরের কুড়িগ্রামের জহুরুল ইসলামের মেয়ে ফারিয়া।

নড়াইলের জেলা প্রশাসক আ. গাফফার খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ইতিমধ্যে আমি বোর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রকৃত মার্ক এবং যে মার্ক পাঠানো হয়েছে, তা যাচাই করে দেখা হবে। মেধাবী এই মেয়েটি যেন বিনা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আমরা সবাইকে সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে বলেছি।'

অভিযুক্ত শিক্ষক ফসিয়র রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ফারিয়ার ফলাফলে কোনো কম্পিউটার সম্পর্কিত জটিলতা থাকতে পারে।